KI LIKHBO AMI?
by
SUSHANTA DAS
₹ 100.00

Published by
Sanghamitra Nath ❑ Nath Publishing
73 Mahatma Gandhi Road ❑ Kolkata-700 009

প্রথম প্রকাশ
বৈশাখ ১৪২৮ ❑ এপ্রিল ২০২১

প্রকাশক
সঙ্ঘমিত্রা নাথ ❑ নাথ পাবলিশিং
৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড ❑ কলকাতা-৭০০ ০০৯

অক্ষরবিন্যাস
তনুশ্রী প্রিন্টার্স ❑ ২১বি রাধানাথ বোস লেন ❑ কলকাতা-৭০০ ০০৬

প্রচ্ছদ
রঞ্জন দত্ত

মুদ্রক
অজন্তা প্রিন্টার্স ❑ ৬১ সূর্য সেন স্ট্রীট ❑ কলকাতা-৭০০ ০০৯

ISBN : 978-81-8093-093-5

₹ একশত টাকা

KI LIKHBO AMI?

by

SUSHANTA DAS

₹ 100.00

Published by

Sanghamitra Nath ❑ Nath Publishing

73 Mahatma Gandhi Road ❑ Kolkata-700 009

প্রথম প্রকাশ

বৈশাখ ১৪২৮ ❑ এপ্রিল ২০২১

সুশান্ত দাস

কি লিখব আমি ?

কি লিখব আমি?

সুশান্ত দাস

নাথ পাবলিশিং
৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড ☐ কলকাতা-৭০০০০৯

KI LIKHBO AMI?
by
SUSHANTA DAS
₹ 100.00

Published by
Sanghamitra Nath ❑ Nath Publishing
73 Mahatma Gandhi Road ❑ Kolkata-700 009

প্রথম প্রকাশ
বৈশাখ ১৪২৮ ❑ এপ্রিল ২০২১

প্রকাশক
সঙ্ঘমিত্রা নাথ ❑ নাথ পাবলিশিং
৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড ❑ কলকাতা-৭০০ ০০৯

অক্ষরবিন্যাস
তনুশ্রী প্রিন্টার্স ❑ ২১বি রাধানাথ বোস লেন ❑ কলকাতা-৭০০ ০০৬

প্রচ্ছদ
রঞ্জন দত্ত

মুদ্রক
অজন্তা প্রিন্টার্স ❑ ৬১ সূর্য সেন স্ট্রীট ❑ কলকাতা-৭০০ ০০৯

ISBN : 978-81-8093-093-5

₹ একশত টাকা

উৎসর্গ
মা এবং বাবা-কে

সূচীপত্র

কি লিখব আমি? (১) ... ৭
কি লিখব আমি? (২) ... ৯
কি লিখব আমি? (৩) ... ১১
কি লিখব আমি? (৪) ... ১৩
কি লিখব আমি? (৫) ... ১৫
কি লিখব আমি? (৬) ... ১৭
কি লিখব আমি? (৭) ... ২০
কি লিখব আমি? (৮) ... ২২
কি লিখব আমি? (৯) ... ২৪
কি লিখব আমি? (১০) ... ২৭
কি লিখব আমি? (১১) ... ২৯
কি লিখব আমি? (১২) ... ৩১
কি লিখব আমি? (১৩) ... ৩৩
কি লিখব আমি? (১৪) ... ৩৫
কি লিখব আমি? (১৫) ... ৩৮
কি লিখব আমি? (১৬) ... ৪০
কি লিখব আমি? (১৭) ... ৪৩
কি লিখব আমি? (১৮) ... ৪৬
কি লিখব আমি? (১৯) ... ৪৮
কি লিখব আমি? (২০) ... ৫০
কি লিখব আমি? (২১) ... ৫৩

উল্টো কর (১) ... ৫৭
উল্টো কর (২) ... ৫৮
উল্টো কর (৩) ... ৫৯
দেশ সেবা ... ৬০
গাছ ট্যাক্স ... ৬১
উল্টো কর (৪) ... ৬২
উল্টো কর (৫) ... ৬৩
Adopt Please ... ৬৪

কি লিখব আমি? (১)

কি লিখব আমি?
এই সন্ধ্যেটা অন্যরকম
আবছা ভীষণ ছায়া ছায়া
আকাশ নদী গাছের পাতা দুলছে মৃদু
রবিঠাকুরের গান বাজছে দূর কোথাও
উদাস করা মনটা বলছে লিখব আরো...
নাকি লিখব আজও অন্য কিছু...
মে মাস ২০২০,
লকডাউনে শ্রমিক ভারত গরীব ভারত পথ হাঁটছে
ফিরছে কাজের ঠিকানা থেকে ঘরের ঠিকানায়
দিল্লী থেকে বিহার,
অন্ধ্র থেকে আসাম,
লক্ষ্ণৌ থেকে মেদিনীপুর যাবে পায়ে হেঁটে
পনেরশো কিলোমিটার পথ হাঁটবে!
শ্রমিক ভারত গরীব ভারত পথ হাঁটছে।
কোলে বাচ্চা নিয়ে মা, কাঁধে ছেলেকে নিয়ে বাবা
হাজার হাজার মানুষ পথ হাঁটছে।
সারাদিন পথ হেঁটে রাতে রাস্তার ধারে
ঘুমিয়ে পড়েছে গোটা পরিবার,
পাঁচ দিনের দিন ঘুমের মধ্যে
মারা গেছে কোলের শিশু।
কি লিখব আমি?
মৃত শিশুকে সৎকার করে
বাবা মা ছেলে বুক চাপড়ে কাঁদছে
তবু পথ হাঁটা থামে নি,
কত শত সন্তান

কত হাজার মায়ের হাড়গোড়
অথবা লজ্জা
পথের ধারে চিল শকুনে ছিঁড়ে খেয়েছে!
কেউ হিসেব রেখেছে?
কেউ হিসেব রাখেনি।
কি লিখব আমি?
রেললাইন ধরে পথ হাঁটছিল জনা কুড়ি
সারাদিন হাঁটে, রাতে ঘুমিয়ে পড়ে রেললাইনের ওপর।
রোজ সকালে ঘুম ভাঙে, পথ হাঁটে।
একদিন রাতে ঘুমের মধ্যে পিষে দেয়
শ্রমিক স্পেশ্যাল ট্রেন!
কুড়ি জনের একজনেরও ঘুম ভাঙেনি
হুড়মুড়িয়ে আসা ট্রেনের তীব্র লাইট আর হর্ন এও!
পরের দিন সকালবেলায় টিভির নিউজ দেখলাম
রেললাইনে পড়ে থাকা দেহ
আর
এদিক ওদিক ছড়িয়ে ছিল রক্ত মাখা রুটি।
কি লিখব আমি?
একপাশে আকাশ নদী ছায়া ছায়া
গাছের পাতা দুলছে মৃদু এখনও
শরীর জুড়িয়ে যাচ্ছে বর্ষার হিমেল বাতাসে
অন্যপাশে
কাটা হাত, কাটা মাথা ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে
রেললাইনের এপাশে ওপাশে,
বুকে মোচড় দিচ্ছে কান্না
কি লিখব আমি ভাবছি গোটা সন্ধ্যেবেলা।

কি লিখব আমি? (২)

কি লিখব আমি?
ভাবছি সন্ধ্যে থেকে...
ছাদে একলা বসে, রাত আটটা বাজে।
সামনে খোলা আকাশ
সাদা তুলোর মতো মেঘ ভেসে যাচ্ছে
নিমগাছের গা ঘেঁষে একলা বসে আমি
লিখব ভাবছি এই মনোরম সন্ধ্যেকে নিয়ে কিছু,
নাকি লিখব
সকালের ভ্যানরিকশায় সবজি বিক্রি করতে আসা
যুবকের ফ্রাস্ট্রেশান নিয়ে?
"দাদা সবজি নেবেন?"
"পটল কত করে দিবি ভাই?"
"দাদা, যা ইচ্ছে দাম দিন
সকাল থেকে চারশো টাকা হারিয়ে ফেলেছি,
আর কি হবে?
পুরোটাই তো লোকসান।"
ছেলেটি বলেই চলেছে...
"গ্র্যাজুয়েশান করে ইচ্ছে ছিল আরও পড়ব কিন্তু
বাবা মারা গেল, মা বিছানায় পঙ্গু
অনেক ওষুধ লাগবে,
তার মধ্যে টাকা হারালাম।
যা দেবেন দিন কাকু, না দিলেও চলবে..."
কি লিখব আমি?
বিকেলে মাস্ক পরে পাড়ার মোড়ে যাচ্ছিলাম
জরুরি কাজে,
প্ল্যাস্টিক হাতে সেই মাসি ভিক্ষা চাইছে—

"এই ছেলে দেনা দুটো টাকা?"
"মাসি তোমাকে কবার দেবো?
রোজই তো চাইছ তুমি?"
"কি করব বাবা, ঘুম ভাঙলে রোজই তো ক্ষিদে পায়,
নাতি নাতনিগুলো চিৎকার করে ক্ষিদের জ্বালায়,
মদের ঘোরে দরজায় পড়ে থাকা
আমার ছেলেটাও গালি দেয়!
কি করি বলতো বাবা?
দেনা দুটো টাকা?"
বিশ্বাস করুন মানিব্যাগ ছিল না সেদিন আমার পকেটে!
কি লিখব আমি?
সেদিন দুপুরে লাঞ্চ করব বলে
ডাইনিং টেবিলে যেই বসেছি
কলিং বেলটা বাজলো,
বারান্দায় গিয়ে দেখি
সেই ধুপকাঠিওয়ালা পিন্টু,
মা ওকে ছেড়ে চলে গেছে, বাবা নেই
একটা হাত জন্ম থেকেই প্যারালাইজড্,
"দাদা, কেউ ধুপকাঠি নেয় নি
সকাল থেকে ঘুরছি,
আর কি হবে?
তুমি ধুপকাঠি নিলেও খাবারের পয়সা হবে না আজ।"
কি লিখব আমি?
সামনে তারায় ভরা আকাশ
সাদা তুলোর মতো মেঘ ভেসে যাচ্ছে
পূর্ণিমার হাসি হাসি চাঁদ নিয়ে লিখব
নাকি ঝলসানো রুটি নিয়ে?
কি লিখব আমি ভাবছি সন্ধ্যে থেকে...।

কি লিখব আমি? (৩)

কি লিখব আমি?
চারিদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার
মশারির ভেতরে নিশ্চিন্তে শুয়ে
আমি উপভোগ করছিলাম
বাইরে অঝোরে বৃষ্টির গান।
লিখব ভাবছি এ মুহূর্তে টপটপ করে
বৃষ্টি পড়ছে কচুপাতায়,
ঝরঝর করে বৃষ্টি পড়ছে টিনের চালে...
নাকি লিখব—
নেতাজিনগর বাসস্ট্যান্ডের মনুর কথা?
'চাকা পাগলা' নামে জানি আমরা ওকে।
একটা ছেঁড়া হাফপ্যান্ট, বোতাম নেই
জিপার নেই
দড়ি দিয়ে কোমরে বাঁধা
খালি গা।
একটা লাঠির মাথায় চাকা লাগিয়ে
সারাদিন রাস্তায় চাকা চালায়।
একটা পাঁচশো টাকা কুড়িয়ে পেয়ে দৌড় মারল...
"ও দাদা, কে টাকা ফেলে পালাচ্ছেন,
ও দাদা, পাঁচশো টাকা ফেলে পালাচ্ছেন..."
ঠিক লোকটিকে খুঁজে বের করে
টাকা ফেরত দিয়ে
নিশ্চিন্তে চাকা চালিয়ে এগিয়ে চলেছে সে।
দু মিনিট পরেই পথচলতি এক ম্যাডামকে ডাকছে
"ও ম্যাডাম দশ টাকা দিবি?
দেনা দশটা টাকা, সকাল থেকে কিছু খাইনি!"
ম্যাডাম পাশ কাটিয়ে নাকে কাপড় দিয়ে এগিয়ে চলে
দ্রুত পায়ে।

কি লিখব আমি?
লিখব ভাবছি আমাদের কাজের মাসির কথা।
করোনার লকডাউনের মধ্যে
কাজ করতে বেরিয়েছে সকাল সকাল,
মহিলা পুলিশ জিজ্ঞেস করেছিল—
"বেরিয়েছেন কেন?"
"কি করব ম্যাডাম?
পেটের দায়, সংসারই চলছে না।"
লাঠির দাগ মাসির হাতের পেছনে
পায়ের পাতায়।
"দাদা বলোতো কি করি?
করোনায় মরব নয়তো অনাহারে মরবো
নয়তো পুলিশের লাঠির আঘাতে!"
কি লিখব আমি?
স্বপনদার চাকরি গেছে।
পাড়ার মোড়ে আলু ডিম নিয়ে বসেছে।
পাশ কাটিয়ে যেই যাচ্ছি...স্বপনদার ডাক,
"কি গো? কিছু নেবা না?
তোমরা না নিলে কে নেবে বলো তো?"
"আসছি দাঁড়াও" বলে পালিয়ে গেলাম কোনোরকমে।
কি লিখব আমি?
বাইরে অঝোরে বৃষ্টি পড়ে
টপটপ করে কচুপাতায়,
বৃষ্টি পড়ে লেবু গাছে, টিনের চালে
কলাপাতায়।
ভারতের প্রতিটি গলিতে মহল্লায়
গরিবের কান্না ঝরে,
বাইরে এখনও টপটপ বৃষ্টি ঝরে,
কি লিখব আমি?
ভাবছি একলা শুয়ে ঘুটঘুটে অন্ধকারে।

কি লিখব আমি? (৪)

কি লিখব আমি?
এখন অন্ধকার
খালি গায়ে হাফপ্যান্ট পরে ছাদে বসে
মুড়ি খাচ্ছি সাথে ধোঁয়াওঠা লাল চা।
মুড়িটা তাড়াতাড়ি শেষ করলাম
কিছু লিখব বলে,
পাশে কোন বাড়িতে টিভি সিরিয়ালের
হিজিবিজি সমীকরণ,
রাস্তায় নীলচে নিয়নের আলো
আরো কত কি যে লেখার আছে
আমার কলম কথা বলছে ঝড়ের বেগে
লিখব ভাবছি আরো আরো অনেক কিছু...
নাকি লিখব সকালে ঝাড়ু দিতে আসা
মেয়েটির জীবন?
সকাল ছটায় মেয়েটি বেরোয় পাড়ায় পাড়ায়,
টিনের ময়লা ফেলার গাড়ি ঠেলে ঠেলে
নিয়ে আসে মুখে বাঁশি দিতে দিতে,
একদিকে রাস্তা ঝাট দিয়ে
ময়লা তোলে বেলচা দিয়ে,
অন্যদিকে সব বাড়ি থেকে ময়লার
বালতি ঢেলে দিচ্ছে গাড়িতে,
পচা সবজি, আগের দিনের পচা খাবার
ইউসড ন্যাপকিন, বাচ্চাদের ইউসড প্যাড
মদের খালি বোতল সব কিছু ঢালা হচ্ছে
প্রতিটি বাড়ি থেকে,
ময়লা উপচে পড়ছে গাড়ি থেকে
আর মেয়েটা বেলচা দিয়ে চেপে চেপে ঢোকাচ্ছে,
বলল—"দাদা একটা গাড়ি ভর্তি হলে ঠেলে

নিয়ে যাই হাফ কিলোমিটার দূরের ভ্যাটে
ফেলে আবার ফিরে আসি।"
কি লিখব আমি?
এখন বেলা এগারোটা।
মেয়েটার মুখের মাস্ক গলায় নেমে গেছে
অগোছালো শরীর চুপচুপে ঘামে ভেজা,
"দাদা স্বামী মারা গেছে মদ খেতে খেতে,
কর্পোরেশনের কনট্রাকচুয়াল লেবার আমরা,
নো ওয়ার্ক, নো পে—।"
একদিন দুপুর দুটোয় দেখি
ময়লা বোঝাই গাড়ি.সাইডে রেখে
পা ছড়িয়ে বসেছে রাস্তায়,
একথালা ঘুগনি মুড়ি খাচ্ছে মেয়েটা।
কি লিখব আমি?
"জানো তো বাঁশি বাজিয়ে কারো বাড়ির
গেট পেরিয়ে গেলেই সে চিৎকার করে
কেউ কেউ গালিও দেয়।
দুপা এগিয়ে এসে ময়লা ফেলে যাবে না?
দোতলা থেকে ছুড়ে ছুড়ে গাড়িতে কালো
প্যাকেট ফেলে, ভেতরে অসুস্থদের
পায়খানা করা প্যাড!
এভাবেই মল মূত্রে মাখামাখি আমার জীবন দাদা!"
কি লিখব আমি?
চা মুড়ি খেতে খেতে ছাদে পায়চারি করছি এখন,
লিখব ভাবছি মধ্যবিত্ত কলোনির উন্নতি
রাস্তায় ঝকঝকে নিয়নের আলো
এসব নিয়ে,
নাকি বাস্তবের মাটিতে দাঁড়িয়ে থাকা
প্রান্তিক মেয়েদের জীবনের ঘোর অন্ধকার নিয়ে?
কি লিখব আমি?
মাথায় ভাবনার পাহাড়।

কি লিখব আমি? (৫)

কি লিখব আমি ভাবছি বারান্দায় বসে
লিখব ভাবছি এই অদ্ভুত সকাল নিয়ে
অলস স্নিগ্ধ চারিধার
চারিপাশে ধবধবে আনন্দ
কত রঙ বেরঙের ফড়িং উড়ে বেড়াচ্ছে
কত পাখিরা নানা ভাষায় কথা বলছে,
নাকি লিখব
কাল দুপুরের বাড়ির নিচে আসা
বুড়িমা মাছওয়ালাকে নিয়ে?
একটা ভ্যানরিকশায় সাজানো কিছু মাছ
রুই, পমফ্রেট, খয়রা আর পোয়াভোলা।
বাড়ির নিচে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চেঁচাচ্ছে
"ও বাবু মাছ নেবে?
একটা মাছও বিক্রি হয়নি আমার
চার ঘন্টা ধরে হাঁটছি।"
বুড়িমা আর তার ছেলে
মুখে মাস্ক-এর দেখা নেই
পেটে ভাত নেই কালির আঁচড় নেই
মাস্ক ওদের কে শেখাবে?
বুড়িমা চিৎকার করে কাঁদতে শুরু করলো
"বাবুরা বেরোও না কেউ,
আমার মাছ কেউ নেয় নি
বাড়ির ছাবালরা ক্ষিদেয় কাঁদছে তো।"
কি লিখব আমি?
দৌড়ে বারান্দায় এলাম
মাছের অবস্থা খুব খারাপ মনে হচ্ছে,

"মাসি কত করে কিলো?"
"যা হোক বুঝে দাও না বাবা।"
"মানে?"
যাইহোক নিমরাজি হয়েও দুরকমের মাছ নিলাম
দামের হিসেব কিছুই বোঝে না
বুড়িমা বলে "তুমি হিসেব করে দাও না বাবা!"
কি লিখব আমি?
বুড়িমার ছেলেকে জিজ্ঞেস করলাম—
"দাম বলতে পারছো না, হিসেব জানো না
কি করে বুঝবে লাভ হলো না লোকসান?"
"বাবু, মা লোকের বাড়ি কাজ করতো,
আমি ভ্যানরিকশা চালাতাম।
করোনায় ছমাস কাজ বন্ধ
তাই মাছ বেচে কিছু আয় হলে বাঁচবে পেটগুলো।"
বুড়িমা মাছ কাটতে বসে গেছে রাস্তায়।
"বুড়িমা মাছ কাটতে হবে না, আমরা কেটে নেব।"
বলল—"তুমি আমার দিকে চেয়েছো
কেটে দেব নি? কি কইছ?"
বলুন, কি লিখব আমি?
সাদা সকাল, সাদা বক উড়ে যায়
দূর নীলিমায়,
প্রকৃতি নিয়ে অনেক লেখার ইচ্ছে,
নাকি লিখব—
এই অশিক্ষা, অনাহার নিয়ে বেঁচে থাকা
হাড় বের করা বুড়িমায়েদের কান্না?
কি লিখব আমি ভাবছি সারাটা বেলা।

কি লিখব আমি? (৬)

1st June 1920

আমার পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হলো।
এখনও আমার মা এই দিনে নিজের হাতে পায়েস বানায়,
মিষ্টি সাজিয়ে বসে থাকে
বিকেল অবধি প্রতি বছর
আমি যতক্ষণ না বাড়ি ফিরি।
এই লকডাউনের মধ্যেও
মায়ের ভালোবাসার কোনো বিরাম নেই।
লিখব ভাবছি অনেক কিছু
মায়ের ভালোবাসা, আগলে রাখা
কত গল্প কত স্মৃতি স্কুলজীবনের...
নাকি লিখব—
আরো কয়েকজন মায়ের কথা
বাবার কথা
ছেলের কথা।
আমার মেয়ে স্কুলটিচার।
ক্লাস ফাইভের অনলাইন ক্লাস নিচ্ছে
গুগল মিটে।
ছোট্ট সুরভিত ও আরও পাঁচ-ছ জন ক্লাস করছে।
"সুরভিত কেমন আছো? পড়াশুনো করছ?"
"আন্টি ভালো আছি, খুব ভালো আছি।"
"তোমার মা বাবা কেমন আছেন সুরভিত?"
"আন্টি বাবার তো কাজ নেই, বাড়িতেই থাকে,
তাই বাবার মনটা খারাপ।"
"মন খারাপ কেন?"
"আন্টি বাবার কাছে কোনো টাকা নেই,

মা ঘরে শুয়ে কাঁদে, ঝগড়া হয়।
তাই মনটা খারাপ বাবার।"
কি লিখব আমি?
"খেয়েছো দুপুরে সুরভিত?"
"হ্যাঁ আন্টি খেয়েছি।"
"কি খেলে?"
"আন্টি ভাত আর ডাল।"
"আর কি দিয়ে?"
"আন্টি আর কিছু না, চিন্তা কোরো না আন্টি।
আমি ভালো খেয়েছি, ভালো আছি।"
ক্লাস ফাইভ-এ পড়ে সুরভিত।
আমি হতভম্ব হয়ে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে শুনছিলাম।
কি লিখব আমি?
সাথে সাথে আর একটা গলা ভেসে এলো।
"আন্টি আমি মনিরুল, আমি বলবো?"
"হ্যাঁ বলো মনিরুল।"
"আন্টি আমার বাবাও কোলকাতায় সিকিউরিটির
কাজ করত, ট্রেন বন্ধ তাই কাজে যেতে পারে না।"
এক নিঃশ্বাসে বলে যাচ্ছে মনিরুল।
"আমিও পান্তা ভাত খেয়েছি,
মা মেখে দিয়েছে শুকনো লঙ্কা আর নুন
আর কাঁচা পেঁয়াজ দিয়ে।
খুব ভালো খেয়েছি, হেভি টেস্ট হয়েছে।
দাদু, ঠাকুরমা, মা, বাবা একসাথে বসে খেয়েছি।
খুব মজা হয়েছে আন্টি।
জানো আন্টি আমার মাও খুব কাঁদে।
বড্ড বোকা আমার মা-টা।
আমিও ভালো আছি আন্টি।"
কি লিখব আমি?

এদিকে একজন মায়ের বয়স সত্তর,
খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটে,
সকাল সকাল মিষ্টি দই পায়েস বানিয়ে রেখেছে
ছেলের জন্য স্পেশাল ডিশ।
আমার মায়ের স্যাক্রিফাইস নিয়ে লিখব?
নাকি অন্য মায়ের চোখের জল।
তার আট বছরের বাচ্চার মুখে
একটু ডাল ভাত তুলে দেবার
লড়াই নিয়ে লিখব?
কি লিখব আমি ভাবছি প্রতিটা দিন।

কি লিখব আমি? (৭)

এখন রাত একটা।
লাইট অফ করে বাড়ির সবাই গভীর নিদ্রায়,
আমি মেঝেতে শুয়ে আছি।
অন্ধকারে খসখস করে লিখে চলেছি খাতার পাতায়,
কি লিখব ভগবান জানে,
অদ্ভুত গভীর কালো রাত
গভীর কালো ভবিষ্যত নিয়ে হাজির গোটা পৃথিবীতে,
কোটি কোটি ছেলেমেয়েদের বেকারত্ব
অনিশ্চয়তা নিয়ে লিখব?
নাকি লিখব আমার বাড়ির কাজের মেয়েটির জীবন?
রাখি ওর নাম।
রোজ সকাল আটটা থেকে বিকেল চারটে
অবধি ওর ডিউটি আওয়ার।
সুদূর লক্ষ্মীকান্তপুর থেকে টালিগঞ্জ আসে রোজ।
তিরিশ মিনিট সাইকেল চালিয়ে স্টেশন,
স্টেশনে সাইকেল রেখে ভোর
পাঁচটা কুড়ির ট্রেন ধরে
সাতটা নাগাদ বাঘাযতীন স্টেশনে নামে,
তারপর চল্লিশ মিনিট হেঁটে আমার বাড়িতে আসে।
মাসমাইনে আট হাজার টাকায়
যাতায়াত মিলিয়ে গাধার খাটুনি ষোলো ঘণ্টার।
কি লিখব আমি?
বলেছিলাম, "রাখি এতো কষ্ট করে রোজ
যাতায়াত না করে এখানে থেকে যাও।"
"দাদা, চোদ্দ বছর বয়সে বাবা-মা বিয়ে দিয়েছিল,
দশ বছর সংসার করার পর বর তাড়িয়ে দিয়েছে।

বাপের বাড়ি ছেলেকে নিয়ে থাকি,
বুড়োবুড়িকে দেখার কেউ নেই।"
মেয়েটা একইভাবে বিকেল চারটেয় বেরিয়ে
ট্রেনে বাদুড়ঝোলা অবস্থায় রাত নটায় বাড়ি ফেরে।
"দাদা, ভোর তিনটেয় উঠে রান্না করে আসি
আবার বাড়ি গিয়ে রান্না করি তবে খাওয়া হয়।"
আর আমি ভাবছি ওতো আমার বাড়িতে এসেও
টানা আটঘন্টা রান্না ঘরেই কাটায়!
কি লিখব আমি?
এই লকডাউনে একমাস আসতে পারেনি রাখি
তারপর হঠাৎ একদিন
তিনঘণ্টা সাইকেল চালিয়ে চলে এসেছে আমার বাড়ি।
পাগলের মতো কাজ করে সারাদিন
কোনো ক্লান্তি নেই, মুখে হাসি
মাসে একবার তিনদিনের জন্য বাড়ি যায়
তিনঘণ্টা সাইকেল চালিয়ে!
কি লিখব আমি?
একদিকে গভীর অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াচ্ছি
পেন খাতা কিছু লিখব বলে,
ওদিকে গভীর অন্ধকার চাকরি হারানো
কোটি কোটি ভারতবাসীর চোখে মুখে,
অন্যদিকে গভীর অন্ধকারে ঘুম থেকে
উঠে পড়ে কাজের মেয়েটা
বৃদ্ধ বাবা-মা-ছেলের ভবিষ্যত নিজের কাঁধে
তুলে নেয় রোজ,
অসম্ভব ভারী ভবিষ্যত!
কি লিখব আমি?
এদিকে কুচকুচে গভীর কালো রাত।

কি লিখব আমি? (৮)

কি লিখব আমি ভাবছি রাত ভোর।
ভেবেছি কাল, পরশু বা তার আগেও
কি লিখব আমি?
কবিতাকে নিয়ে লিখবো একটা কবিতা?
প্রেমের কবিতা?
ভাব ভালোবাসা, রোমান্টিক প্রেম নিয়ে লিখবো দু-চার লাইন?
নাকি প্রেম-প্রকৃতি মিশিয়ে লিখবো কিছু?
কি লিখব আমি?

নাকি সকালের বাঁশদ্রোণী বাজারের সেই মাসিকে নিয়ে—
সে বাজারে বসেছে শাপলা, নটে আর কচুশাক নিয়ে।
ভোর তিনটেতে উঠে ঘরের কাজ সেরে,
বাচ্চাগুলোর জন্যে পান্তা আর বাতাসা বেড়ে ঢেকে রেখে,
সারা ঘরবাড়ি গোবর-জল লেপে
তারপর পথচলা শুরু করে।
কয়েকমাইল পেরিয়ে বোড়ালের বাদাড়।
বাদায় নেমে এক কোমর জলে সাপ, জোঁকেদের সাথে রোজকার লড়াই।
কচুশাক, শাপলা, নটেশাক তুলে আনে সে,
এরপর বাজারে আসতে আসতে বেলা হয়ে যায়।
একআঁটি শাপলা একটাকা বাবা, নেবে?
মাসি, তিন আঁটি দু টাকায় দেবে?
রোজকার এই একঘেঁয়েমির মাঝে হাঁটু মুড়ে গল্পো শুনি।
বেলা একটায় বাজার ভাঙলে বিশ টাকা মতো হবে বাবা
কখনো ত্রিশ চল্লিশও হয়ে যায়
আর কিছু বেঁচে থাকা শাক নিয়ে বাড়ি ফিরে যাবো
রাতের জন্যে রান্না আছে পড়ে,

শাক ভাত গরম গরম খাই বাবা রাতে।
কি লিখব আমি?

লিখবো ভাবছি সকালের সেই বৃদ্ধ মানুষটার আকুতি।
পাঁচটাকা চাইছিলো হাওড়ায় বাড়ি ফেরার বাস ধরবে বলে
পথচলতি অনেকে বিদ্রূপ করছিলো দেখলাম বৃদ্ধকে
রোজ একই অজুহাতে টাকা চাইবার জন্যে।
বাজারের শেষে একটি টাকাও অবশিষ্ট ছিলো না আমার
তাকাতে পারিনি তার অসহায় মুখের দিকে।
কি লিখব আমি?

গবাদার চায়ের দোকানে সাতসকালে
বাজারের ব্যাগ হাতে যেই দাঁড়ালাম
জলজ্যান্ত গবাদার স্মৃতি ভিড় করে এলো।
এইতো সেদিনও চায়ের গ্লাস হাতে
অথবা চা বানাতে বানাতে গল্পটি করতো।
এতো অর্থকষ্ট কাটিয়ে উঠতে হবে,
শুধু পাঁচ বছরের মেয়েটার মুখের দিকে তাকিয়ে তাকে বাঁচতে হবে।
আর তার পরের দিনই ঝুলে পড়লো সে।
আগের কয়েকদিনের অভুক্ত থাকার গল্পটি বলেনি আমায়।
পাঁচ বছরের ছোট্ট মেয়েটা মায়ের হাত ধরে
চায়ের দোকানে দাঁড়িয়ে আজ।
কি লিখব আমি?

প্রেম-অপ্রেম, আলো-আঁধারির ভালোবাসা
নাকি সমাজ বদলানোর গল্প?
নাকি এ আঁধারের কানাগলিতে
একবুক রোদ্দুরের খোঁজে
আমার কবিতাকে নিয়ে লিখবো একটা কবিতা।
কি লিখব আমি ভাবছি রাতভোর।

কি লিখব আমি? (৯)

সকালবেলায় এই নিমগাছের ধার ঘেঁষে
ছাদে চুপটি করে বসে থাকতে আমার ভালো লাগে,
সামনে খোলা আকাশ
মহাশূন্যের অদ্ভুত রং বদলের খেলা,
চড়ুই পাখিটা চুপ থাকতে জানে না
একনাগাড়ে ডেকেই চলেছে নিমগাছের ঐ ডালে বসে,
ডিস অ্যান্টেনার ওপর বসে থাকা কাক
ঠোঁট ঘষে চলেছে ডিসের কোনায়,
জীবন ছবি আঁকছে তুলির টানে,
নাকি লিখব—
আজকের মাছওয়ালার কথা?
মাথায় বড় ঝুড়ি নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়াচ্ছে,
চিৎকার করছে "কাতলা মাছ, পারসে মাছ,
ভোলা মাছ নেবেন?"
আমি ছাদের এক কোনে দাঁড়িয়ে
ওকে ঝুড়ি নামাতে বললাম রাস্তায়।
একটা কাতলা, একটা বড় ভোলামাছ আর পারসে।
ঝুড়ির সব মাছ নিলে গড়ে দুশ তিরিশ টাকা
কিলো দাম ঠিক হল।
একটা বাটখারা এক কেজি,
একটা পাঁচশো গ্রাম,
এরপর দা, দা-এর কাঠ, ঝুড়ি
সব দাঁড়িপাল্লার একদিকে চাপিয়ে
মাছ মাপছে মাছওয়ালা।
অনেক লড়াই কসরৎ করে সব মাছের
ওজন হল পাঁচ কেজি নয়শো গ্রাম।

মানে তেরশো সাতান্ন টাকা।
"বাবু ভোর চারটেয় বেরিয়েছি,
লকডাউনে ট্রেন বন্ধ,
পাঁচ খানা অটো পাল্টে গড়িয়া মোড়ে আসতেই
দুশ টাকা খরচ, সকাল সাতটা বেজে গেল,
তারপর মাছ কিনে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরছি,
এখন বাজে বেলা বারোটা।"
কি লিখব আমি?
কত লাভ হবে জিজ্ঞেস করায় বললো
"যাতায়াতের খরচ, টিফিন খরচ বাদ দিয়ে
দুশ টাকা থাকলেই অনেক!
বাড়ি ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যে হয়ে যাবে।
তারপর কখন খাবো কে জানে
দুটো পান্তা-পেঁয়াজ!"
"বাবু পুরোপুরি চোদ্দশ টাকা করে দাও না,
নয়ত এত খাটনি করে কি থাকে?"
এই করোনার মধ্যে চোদ্দ ঘণ্টা খাটনি খেটে
দুশ টাকা লাভ!
কি লিখব আমি?
আমি চোদ্দোশো টাকা দেবো শুনে
বিড়বিড় করছে "আল্লা আপনার ভালো করুন।"
আর রাস্তায় বসে পড়ল মাছ কাটতে।
এবার তিন চারটে বেড়াল এসে হামলে পড়ল
মাছের ফুলকা কানকো ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিতে বললাম
আর ওরা পাগলের মতো হামলে পড়েছে
এই উচ্ছিষ্ট কাঁচা মাছ নিয়ে,
রাস্তার বেড়াল কুকুর কাক এমনকি কালো
ওল্লা পিপড়েরা।
ঐ যে মাছওয়ালা,

ছয় কেজি মাছ কাটছে আর আল্লার কাছে
এখনও আমার জন্য দোয়া করে চলেছে।
আমার চশমার কাঁচ ঝাপসা হয়ে আসছে,
কি লিখব আমি?
জীবন এখনো ছবি এঁকে চলেছে আপন খেয়ালে
দূরে বাজপাখি শূন্যে মিলিয়ে যাচ্ছে
মেঘেদের রাজ্যে, আবার ফুটে উঠছে।
লিখব আরো?
নাকি লিখব এই গরীবের দিনযাপন?
গরিব রিকশওয়ালা মাছওয়ালা সবজিওয়ালা
রাস্তার বেড়াল কুকুর পোকামাকড় ক্ষিদেয় জ্বলছে
কি লিখব আমি ভাবছি
আর চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ছে।

কি লিখব আমি? (১০)

কি লিখব আমি?
পঞ্চাশটা বসন্ত পেরিয়ে এসেছি
দিনের পর রাত
আর রাতের পর দিন।
ব্রেকফাস্ট লাঞ্চ ডিনার
বদলায়নি কোনোদিন।
বৈচিত্রহীনতার মধ্যেও সৌন্দর্য খুঁজছে মন
লিখতে চাইছি এই বিষয়ে
আরও অনেকক্ষণ।
নাকি লিখব
আমার পাড়ার কিছু কুকুর বেড়ালের কষ্ট,
লকডাউন শুরু হতেই ওদের খাবার কমে গেছে
শীর্ণ হয়ে গেছে চেহারা,
আমি বাড়ির বাইরে রাস্তায় ওদের খাবার দিতাম
আমার খাওয়ার পর
পড়ে থাকা ভাত মাছ মেখে,
কয়েকদিন পর পাড়ার দু-একজন অবজেকশান করলো
"আপনি খেতে দেন আর ওরা খেতে এসে
ওখানেই রোজ পেচ্ছাব পায়খানা করে যায়।
বন্ধ করুন এসব, দিতে হলে মাঠে গিয়ে দিন।"
কি লিখব আমি?
প্রথমে বিশ্বাস হয়নি কথাটা আমার
তারপর দেখি সত্যি সত্যিই ওরা প্রতিবার
খাবারের পাশেই প্রায় প্রতিদিন
হয় পেচ্ছাব নয়তো পায়খানা করে!
আমার খাবার দেওয়া বন্ধ হলো।

আজও দুপুর, রাতে দেখলাম
কুকুরগুলো বসে চিৎকার করছে,
বেড়ালগুলো দৌড়ে গায়ের কাছে চলে আসে
আমাকে দেখলেই,
ওদের সারা শরীরে ক্ষিদের ছাপ স্পষ্ট।
কি লিখব আমি?
ইদানিং কয়েকটা রসগোল্লা কিনে এনে
একটা দুটো করে দিচ্ছি চুপিচুপি
একটু দূরে গিয়ে,
ওরা চাটে, খায় আর চোখ দিয়ে
জল বেয়ে পড়ে!
কি লিখব আমি?
জীবন বয়ে চলে
দিনের পর রাত
আর রাতের পর দিন।
এই সুন্দর পৃথিবীকে অনুভব করবো?
সুন্দরকে খুঁজে বেড়াবো অসুন্দরের মাঝখানে
নাকি এই অনাহারে অর্ধাহারে থাকা
জীবগুলোর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকব?
লিখব ওদের না পাওয়ার করুণ ফর্দ?
কি লিখব আমি ভাবছি আরো অনেক কিছু।

কি লিখব আমি? (১১)

কি লিখব আমি?
এখন বেলা বারোটা
মেঘলা আকাশ
মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে
বক, পায়রার ঝাঁক।
একসাথে একশ পাখি
একটি গাছ থেকে হঠাৎ ঝাঁপ দিল
ছড়িয়ে পড়ল আকাশে।
যেন নানা রঙের ফুলঝুরি
ফুটল এই মেঘলা আকাশে,
মন লিখতে চাইছে আরো অনেক কিছু
আরো অনেকক্ষণ।
নাকি লিখব
কাল বিকেলের ঐ মাসিকে নিয়ে?
বাসস্ট্যান্ডের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে
হাতে লম্বা মোটা দড়ির গোছা,
সায়ার দড়ি বিক্রি করছে!
কি লিখব আমি?
"ও বাবুরা, মায়েদের সায়ার দড়ি নেবেন?
এক মিটার পাঁচ টাকা।"
আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম অনেকক্ষণ
কেউ কিনছে না,
নমস্কার করে পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে।
"দাদা গো, সায়ার দড়ি তো সবার বাড়িতেই লাগে
গো, মা বোনেদের লাগে, নাও না
আমি কি বাঁচবো না দাদা?
নাতি নাতনিদের নিয়ে মরে যাবো দাদা?"

একজন দুটাকা সাহায্য দেবার জন্য এগিয়ে গেলেন,
মাসি নিলো না দু টাকা।
"না বাবা আমাকে সাহায্য করতে চাইলে
এক মিটার দড়ি নাও বাবা",
শুনে পাশ কাটিয়ে চলে গেলেন ভদ্রলোক।
কি লিখব আমি?
লিখব ভাবছি বারাসাত হাসপাতালের
সেই বৃদ্ধ রোগীর কথা।
রোগীর ছেলেটা আর তার মা
চিৎকার করে কাঁদছে,
বুকে ব্যথা আর শ্বাসকষ্ট নিয়ে—
বহু কষ্টে পাঁচটা হাসপাতাল ঘুরে
বারাসাত হাসপাতালে ঠাঁই হয়েছিল বাবার,
রাতে ভর্তি করে বাড়ি ফিরেছে ওরা
সকালে খবর পায়
বাবাকে পাওয়া যাচ্ছে না,
পাগলের মতো দৌড়াদৌড়ি করছিল ছেলেটা,
শেষে বারাসাত কোর্ট চত্বরে
পুলিশ খুঁজে পেয়েছে,
রাস্তায় পড়ে আছে ওর বাবার মৃতদেহ।
কি লিখব আমি?
এ দিকে অলসবেলা
মাথার ওপর দিয়ে ডানা মেলে
উড়ে যাচ্ছে সাদা কালো পাখির ঝাঁক,
ওদিকে বাবার মৃতদেহ জড়িয়ে
চিৎকার করছে জীবন,
কি লিখব আমি?
ভেবে চলেছি
আরো আরো আরো
অনেকক্ষণ।

কি লিখব আমি? (১২)

কি লিখব আমি?
দুদিন ধরেই মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে
ছাদের কোনায় রাখা খাঁচাটি
একেবারে নোংরা পরিত্যক্ত অবস্থায়
পড়ে আছে বছরখানেক ধরে।
লিখব ভাবছি আমার পুনর্জন্মের অনুভূতি নিয়ে।
আমার হঠাৎ কুড়িয়ে পাওয়া বেড়ালছানাকে
রাতে ঘুমোতে দেবার জন্যই ওই খাঁচাটি।
বেড়ালছানাকে ইউজ এন্ড থ্রো থার্মোকলের
বাটিতে দুধ দিতাম,
বেড়ালটা শান্তিতে দুধ খেতো।
একদিন সকাল থেকে অসহ্য চিৎকার বেড়ালটার
বুঝলাম পেট ব্যথা হয়েছে
এমনিতেই পেটে কৃমি ছিল
ডাক্তার ডেকে ওষুধ দিলাম
বেড়ালটা সারাদিন চিৎকার করল
রাতে খাঁচায় ঢুকিয়ে বন্ধ করলাম খাঁচা,
সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি
খাঁচার এক কোনায় নিথর দেহ।
কি লিখব আমি?
নখ দিয়ে বেড়ালছানা আঁকড়ে
ধরে রেখেছিল তোষকের কাপড়।
প্যাকেট করে ফেলে দিয়ে এলাম
আমার বেড়ালছানাকে ভাগাড়ের
শেষ যাত্রায়।
কি লিখব আমি?

দুদিন পরে দেখি
ছাদের কোনায় পড়ে আছে
একটা দুধের বাটি যার অর্ধেক ভ্যানিশ!
বেড়ালছানা দুধের সাথে চিবিয়ে
খেয়ে ফেলেছিল থার্মোকলের অর্ধেক বাটি!
আমি কল্পনায়ও ভাবিনি এমনও হতে পারে!
কি লিখব আমি?
আজ খাঁচায় ভর্তি মাকড়সার জাল
বাসা বেঁধেছে অসংখ্য মাকড়সার পরিবার
মাকড়সার ডিম ঝুলছে জাল থেকে
হয়ত আমার বেড়ালছানা ফিরে এসেছে খাঁচায়
মাকড়সার বেশে,
পুনর্জন্ম?
একদিকে খাঁচাটা পরিস্কার করার ইচ্ছে
অন্যদিকে আমার বেড়ালছানার
পুনর্জন্ম নিয়ে ভাবতেই ভালো লাগছে আমার।
কি লিখব আমি?
ভেবেই চলেছি, সময় এগিয়ে যাচ্ছে,
গতি দুর্বার।

কি লিখব আমি? (১৩)

কি লিখব আমি?
ভাবছি তখন থেকে।
বিছানায় আধশোয়া, মাঝরাত।
আকাশ কুসুম কল্পনার পাহাড়
মাথায় উপচে পড়ছে,
লিখব ভাবছি কলেজ লাইফ,
ক্যান্টিনের আড্ডা দিয়ে দু-চার লাইন,
নাকি আমার মায়ের কথা?
আজকাল মা একেবারে হাসেন না
কথাও বিশেষ বলেন না,
সত্তর ছুঁই ছুঁই বয়স
দিনে ষোলো সতেরোটা ওষুধ খান মা।
সেদিন সকালবেলায় ড্রইংরুমে
মায়ের পাশে বসেছি,
"কেমন আছো মা?"
"শোন তোকে একটা কথা বলি...
এত কিছু ঘটে জীবনে
ভগবান এমন কিছু করতে পারেন না
যে যেখানে যেমন আছে তেমনই থাকবে
কোনো জন্ম নেই, কোনো মৃত্যুও নেই
তাহলে খুব ভালো হতো বল?"
আমি মায়ের মুখের দিকে
তাকিয়ে ছিলাম অনেকক্ষণ।
কি লিখব আমি?
লিখব ভাবছি পাশের বাড়ির
দিলীপদার বাবা মায়ের কথা,

ওনারা দুজন দোতালায় থাকেন,
ভোর চারটেয় উঠে ঠাণ্ডা জলে
স্নান করতেন জেঠু
আর স্নানের সাথে শ্বাসের আওয়াজ উঠতো,
"কি করুম বাবা গিজার নাই
আবার ছয়টা বাজলেই রান্না বসামু
তোর জেঠিমা দুর্বল, পারে না।"
গিজার ছিল না ওদের!
কি লিখব আমি?
জেঠিমা আমাকে দেখলেই ডাকতেন
ডাক্তার দেখাতে নিয়ে যাবার জন্য।
ছোটো ছেলে প্রতিষ্ঠিত ইঞ্জিনীয়ার ছিল
হঠাৎ রোড অ্যাক্সিডেন্টে মারা যায়,
"আমাকে একটা ডাক্তার দেখাতে নিয়ে যাবি?
কেউ তো নেয় না আমায়!"
অফিস যাবার সময়
তার ডাকে সাড়া দিতে পারিনি,
আজ দুজনেই নেই,
জীবনের ব্যস্ততায় এক অশীতিপর
বৃদ্ধার পাশে দাঁড়াতে পারিনি।
কি লিখব আমি?
ভাবতে ভাবতে রাত গড়িয়ে চলে ভোরের দিকে
একটা দুটো রাতজাগা পাখির মিষ্টি ডাক,
বিছানায় জীবন মৃত্যুর মাঝখানে
আটকে আছি আমি
কলেজ লাইফ, ক্যান্টিন, শৈশব, বৃদ্ধ মা বাবা,
আনন্দ বেদনা তালগোল পাকিয়ে
মোচড় দেয় পেটের ভেতর,
কি লিখব আমি?
ভেবেই চলেছি গোটা রাত।

কি লিখব আমি? (১৪)

কি লিখব আমি?
একলা বসে আমি চিলেকোঠায়
আজ ভরা সন্ধ্যায়,
হিমেল উত্তরে বাতাস নিশ্চিত করছে
শীত আসছে।
আমার শীতে কাঁপে দেহ,
বেসুরো সানাই-এর সুর আঁধারে
কোন দূরে,
কি লিখব আমি এমনিতেই বড্ড শীতকাতুরে।
লিখব ভাবছি অজয়বাবুর কথা।
আমার পাড়ায় থাকে অজয়বাবু
রেলে চাকরি করে।
অফিস যাবার আগে
ছাদে তুলসীতলায় পুজো দেয়
একসাথে বারোটা ধূপকাঠি ধরিয়ে
সারা ছাদ ঘোরে,
ঘুরে ঘুরে চলেছে তার প্রণামপর্ব।
আমি বেচারা তখন ছাদে দৌড়োই
দুটো ছাদের মাঝখানে
মাত্র বারোফুট ডিসট্যান্স,
আমার সিরিয়াস অ্যালার্জি
ধূপকাঠির কেমিক্যাল-এ,
শ্বাস প্রায় বন্ধ হয়ে যায় রোজই।
কাকে বলবো?
কে বুঝবে?
ভগবান এত ধূপকাঠির

কর্কশ ধোঁয়া পছন্দ করেন?
কি লিখব আমি?
অজয়বাবুর মা বিছানায় শয্যাশায়ী
প্যারালাইসড্। শুয়ে শুয়ে ঐতো চিৎকার করছেন
"অজয় আয় না আমার কাছে,
আমারে একটু পাশ ফিরাইয়া দে, কষ্ট হইতাসে।"
আমি দৌড়চ্ছি ছাদে,
অজয়বাবুর চোখে মুখে পরিষ্কার বিরক্তির ছাপ।
পুজোর সময় মায়ের চিৎকারে
ডিসটার্ব হচ্ছে অজয়বাবুর।
মা চিৎকার করেই চলেছেন
"অজয় আয় না..."
অজয়বাবু বিড়বিড় করেন
"এখন আমার অফিসের দেরি হয়ে যাবে..."
ভগবান পুজো নিচ্ছেন?
বলুন তো আপনারা?
কি লিখব আমি?
অজয়বাবুর মেয়ে ক্লাস সেভেন-এ পড়ে
ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে।
সেদিন অজয়বাবু অফিস যাবার জন্য
রাস্তায় বেরিয়েছে
একটু এগিয়ে আবার ফেরত এলো
কলিং বেল বাজিয়েছে
ওর মেয়ে বেরিয়ে এসেছে,
"হ্যান্ড স্যানিটাইজারটা নিতে ভুলে গেছি,
নিচে এসে দিয়ে যাবি প্লিজ।"
চিৎকার করে মেয়ে বললো
"পারবো না, নিয়ে নাও!
কিছুই তো ঠিক মতো করো না,

গুড ফর নাথিং!"
ভেতরে মায়ের গলার শব্দ পাচ্ছি আমি...
"অজয় আইছিস?
আমারে একটু পাশ ফিরাইয়া দিয়া গেলি না?"
কি লিখব আমি?
এদিকে শীতকাতুরে আমি
শীত পড়লেই ঠাণ্ডা লাগার ভয়ে
ডাস্ট অ্যালারজি বেড়ে যাবার ভয়ে
আড়ষ্ট আমি এই ভরা সন্ধ্যায়।
ওদিকে কাতর মা বিছানায়
শেষ শয্যায়।
"এই অজয় আয়না আমার কাছে
একটু পাশ ফিরাইয়া দেনা আমারে।"
মুহূর্তে ঝাপসা হতে থাকে
আমার চশমার কাঁচ
কি লিখব আমি?
ভাবছি শেষ জীবনের পরিহাস
"একলা বাঁচতে পারলে বাঁচ,
নয়ত...।"

কি লিখব আমি? (১৫)

কি লিখব আমি?
সন্ধ্যে নেমেছে আজ
বাইরে ঝিরিঝিরি বৃষ্টি
চিলেকোঠায় একলা আমি
চা আর মুড়ি খাচ্ছি আর ভাবছি
কি লিখব আমি?
লিখব ভাবছি গোপালদার ছেলের কথা।
চার রাস্তার মোড়ে
প্রায় ভাঙা একটা পান বিড়ির দোকান চালায়?
সকাল থেকে একটার পর একটা
বিড়ি খায় আর কাশে,
কদিন আগে বললাম
"এতো কাশি তোমার
তার মধ্যে এত বিড়ি খাও সারাদিন?
মরে যাবে তো?"
বলল,
"বাবা মারা গিয়ে এমনিতেই
আমাকে মেরে দিয়ে গেছে,
কেউ দোকানে ঢোকে না!
বউ বাচ্চা বাড়ি গেলে
পয়সার জন্য চিৎকার করে,
এই টেনশানের থেকে মরে যাওয়াই ভালো!"
আজও খেতে খেতে দেখলাম
ঘোলাটে চোখে ঘোলাটে ভবিষ্যত নিয়ে
হাঁ করে রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছে
এখনও মুখে জ্বলন্ত বিড়ি আর কাশি।
কি লিখব আমি?

নারকেল বাগান মোড়ে
একটি পাবলিক টয়লেটের গেটে
বসে আছে যে লোকটি
তার একটি পা নেই,
পাশে দড়ি দিয়ে জোড়াতালি দেওয়া
একটি স্ক্র্যাচ রাখা,
পাবলিক টয়লেট থেকে বেরোনোর সময়
দু টাকা করে নেয়,
পাশে দাঁড়িয়ে থাকা আর একজনকে বলছিল
"বারো ঘণ্টা রোজ ডিউটি করি
কোনো ছুটি নেই
দিনে দুশ টাকা বেতন
নো ওয়ার্ক নো পে।
দুটো মেয়েকে পড়াশুনো করিয়ে
মানুষ করার চেষ্টা করছি,
কাজে না এলে তো
ওদের নিয়ে না খেয়ে মরবো।
দুশ টাকায় দুজনের সংসার
অতিকষ্টে চালাই রোজ।"
কি লিখব আমি?
প্রকৃতি নিয়ে লিখব এখন?
বাইরে ঝিরঝিরে বৃষ্টি টিনের চালে
চা মুড়ি খেতে খেতে
নিশ্চিন্ত জীবন কাটাচ্ছি আমি,
বাইরে অসংখ্য মানুষ
বেঁচে থাকার চিন্তায় মরে যায়
হার্ট ফেল করে মরে যায়
সেরিব্রাল হয়ে মরে যায়।
ওদের নিয়ে লিখব?
কি লিখব আমি ভাবছি চায়ের চুমুকে।

কি লিখব আমি? (১৬)

কি লিখব আমি?
কদিন ধরেই ভাবছি
সকাল বিকেল সন্ধ্যে
কি লিখব আমি?
লিখব ভাবছি আমার চাইল্ডহুড
প্রেম নিয়ে দুচার লাইন,
সেই স্কুল পালিয়ে সিনেমা দেখা
ঘুরঘুর করা সকাল বিকেল
তাহার বাড়ির পাশে
আরও কত কত স্মৃতি...
নাকি লিখব
আমার ল্যাংটো বয়সের বন্ধু পার্থকে নিয়ে?
বাজারের পাশে একটা বাড়ির নিচে
রোজ বসে গ্যাসলাইটার নিয়ে,
টেপরেকর্ডারে রোমান্টিক
বাংলা গান বাজতে থাকে,
পার্থ গ্যাসলাইটারে গ্যাস ভরে দেয়
মাথা পিছু দু টাকা নেয়।
চলার পথে চেঁচিয়ে বললাম
"পার্থ কেমন আছিস রে?"
ও চেঁচিয়ে উত্তর দিল,
"দিনে পঞ্চাশ টাকা আয় হলে
বউ বাচ্চা নিয়ে যেমন থাকা যায়
আছি রে!"
ওইদিন বিকেলেই দেখলাম
পার্থ একটা বাড়ির নিমগাছ থেকে ডাল ভাঙছে,

"নিমপাতা ভাজা দিয়ে
একথালা ভাত মেরে দেবো বুঝলি?"
কি লিখব আমি?
লিখব ভাবছি আমাদের পাড়ার ক্লাবে
খিচুড়ি বিতরণ কর্মসূচী নিয়ে।
মার্চ মাস থেকে লকডাউন চলছে, করোনা লকডাউন,
চারিদিকে অনাহার।
বর্ণালী ক্লাবের সদস্যরা
প্রতিদিন দুপুরে ক্লাবে রান্না করে
খাবার বিতরণ করছে,
কোনোদিন খিচুড়ি
কোনোদিন ডিমভাত।
সকাল আটটা থেকে
লাইনে দাঁড়িয়ে আছে পুরুষ মহিলারা
বেলা বারোটা বাজতে বাজতে
লাইনে পাঁচশো লোক,
বেলা একটায় খাবার বিতরণ হবে।
প্যাকেট দিতে দিতে তিনটে নাগাদ
রোজ শেষ হয়ে যেত,
তখনও কুড়ি পঁচিশ জন লোক
লাইনে দাঁড়িয়ে প্রায় দু ঘণ্টা ধরে,
তাকানো যেত না তাদের মুখের দিকে।
কি লিখব আমি?
সেদিন পাশের গলির মিহিরদা
তার বন্ধুর সাথে কথা বলছেন
ওনার বাড়ির গেটের সামনে দাঁড়িয়ে,
আমি পাশ দিয়ে যেতে যেতে শুনলাম...
"এই যে বর্ণালী ক্লাবে খাওয়াচ্ছে,
আমরা গিয়ে কি লাইনে দাঁড়াতে পারবো?

সেটাও তো পারবো না, সম্মানে বাধবে,
আবার বৌ বাচ্চা নিয়ে না খেয়ে মরবো?
তাও তো পারছি না!"
কি লিখব আমি?
স্কুল লাইফের প্রথম প্রেমের দুরন্ত আকর্ষণ
নাকি ক্ষিদের জ্বালায় তলিয়ে যাওয়া
ভারতবাসীর আর্তনাদ আর করোনা টেনশান?
কি লিখব আমি?
ভাবছি রাতদিন।

কি লিখব আমি? (১৭)

কি লিখব আমি?
গভীর অরণ্য দেখছি চোখের সামনে
কচুগাছ বুনো জংলী আগাছা
বৃক্ষে পরিণত হয়েছে,
কিভাবে জন্মায় এই গাছ?
কোনো যত্ন ছাড়া কিভাবে
ঘন জঙ্গলে পরিণত হয়?
আমি অবাক হয়ে দেখছিলাম।
একটি গাছকে যত্ন করে
টবে সার দিয়ে জল দিয়ে
বড় করে তোলা ভীষণ কঠিন কাজ,
আর এই প্রাকৃতিক অরণ্যে
সাদা ফুল ফুটে আছে
কেউ ফিরেও তাকায় না তাদের দিকে,
লিখব ভাবছি আরও কয়েক লাইন
এই অরণ্যের অনুভূতি নিয়ে
নাকি লিখব আজ আমার কিছু প্রশ্ন।
কে আমি?
কেন এসেছি আমি কয়েক বছরের জন্য?
আমার জন্মের আগেও তো পৃথিবী শান্তিতে ছিল,
ঘুমিয়ে ছিলাম আমি
হাজার বছরের নিদ্রায়।
কেন জন্মালাম?
এই যে সম্পর্কের বন্ধন
গাড়ি বাড়ি ব্যাঙ্ক ব্যালান্স কার?
মা-বাবা কার?

আমার?
তাহলে কতদিনের জন্য মা-বাবা?
কতদিনের বন্ধন?
মা চলে গেলে কোথায় যাবেন?
বাবা তো একলা থাকতে পারেন না।
কোন অন্ধকারে কোথায় খুঁজব মাকে?
বাবাও চলে যাবেন?
তাহলে এত মায়া এত আকর্ষণ কেন?
কি লিখব আমি?
আমি চলে যাব?
এই যে পৃথিবী
এই যে সবুজ
আকাশ নীলিমায় নীল
দেশ বিদেশ কবিতা গীটার
সব অন্ধকার?
আমার মেয়েটাকে গুটি গুটি
পায়ে চলতে শেখালাম,
এখন বড় হয়েছে
কেমন থাকবে ওরা?
কোথায় যাব আমি?
আর আসব না?
বুকের ভিতর মোচড় দিয়ে ওঠে হাহাকার!
কি লিখব আমি?
এই মায়াবি রাত
জ্যোৎস্না আলো আঁধারি
এই যে একশবার পাগল পাগল প্রেমে পড়া
সব মিথ্যে?
ঘুম ভাঙবে না এই দেহের, মনের?
তবে কেন জন্ম

বৃথা মিছিমিছি সম্পর্কের খেলা
ভালোবাসা অবহেলা!
কি লিখব আমি?
চোখের সামনে সাদা বুনো ফুল উঁকি মারছে
মিটিমিটি হাসছে,
কচুগাছের বন
হাসনুহানার ঝোপ হাত বাড়িয়ে আছে
আমার দিকে,
অথচ মনের সামনে আঁধার ঘনিয়ে আসছে
ঘোলাটে চেহারা ধীরে ধীরে
মৃতদেহের আকৃতি নিচ্ছে বুঝতে পারছি,
হারিয়ে যাচ্ছে যৌবন
হারিয়ে যাচ্ছে প্রিয় মানুষ, পাহাড় নদী
আকাশ ফুল পাখি,
কালো অন্ধকারে মিশে যাচ্ছে
সভ্যতা আদিম
কি লিখব আমি ভাবছি রাতদিন।

কি লিখব আমি? (১৮)

কি লিখব আমি?
সন্ধ্যে থেকে মনের গভীরে অবসাদ,
অবসাদ ঘিরে আছে গোটা পৃথিবীকে
করোনার সাথে লড়তে লড়তে
ক্লান্ত মানুষজন বেরিয়ে পড়ছে রাস্তায়,
লিখব ভাবছি অনেক কথা
এই অবসাদগ্রস্থ মানুষদের নিয়ে,
নাকি লিখব আজ পিণ্টুর কথা?
আমাদের পাড়ায় ভাড়া থাকতো ওর মা বাবা।
এখানেই জন্ম ওর,
জন্ম থেকেই একটা হাত পা প্যারালাইসড
ওর বাবার রোজগার ভালো ছিল
কিন্তু বেহিসেবি ছিল,
একদিন মারা গেল ওর বাবা
শুরু হল মা আর ছেলের সংসারে টানাটানি।
পিণ্টু ধূপকাঠি বিক্রি করা শুরু করল বাড়ি বাড়ি
অভাবের সংসারে মা ছেলের
ঝগড়াঝাটি লেগেই থাকতো,
পিণ্টু একদিন দেখি রাস্তার ওপর
মাকে ধরে মারছে,
মাও কাঁদছে চিৎকার করে!
জন্ম দিয়েছে মা।
ছেলেটাও প্যারালাইসড আর
স্পেশালি এবলড।
কি লিখব আমি?
হঠাৎ একদিন হারিয়ে গেল মা।

পিন্টুকে ছেড়ে এক সরকারি
বৃদ্ধাশ্রমে চলে গেল,
বাড়িওয়ালা পিন্টুকে তাড়িয়ে দিল,
এরপর দশ বছর ধরে
রাস্তায় রাস্তায় ধূপকাঠি বিক্রি করে পিন্টু
রাতে রাস্তার কোণায় শুয়ে থাকে।
"দাদা মশার জ্বালায় ডিমের ক্রেট
পুড়িয়ে রাস্তার পাশে শুয়ে থাকি,
তাতেও আপত্তি পাড়ার ছেলেদের,
আমাকে মেরে ঠোঁট ফাটিয়ে দিল।"
কি লিখব আমি?
আজ সকালেই আমার বাড়ির কলিং বেল টিপল
"দাদা পঞ্চাশটা টাকা দেবে?
পুজোর প্যান্ডেলগুলোতে ঢুকতে দিচ্ছে না
করোনার জন্য,
পুজোর সময় তো অন্যবার
প্যান্ডেলে প্রসাদ খেয়েই কেটে যেত
এ বছর কি খাবো?
মাও তো আমাকে ছেড়ে চলে গেল
মার কোনো খোঁজ দিতে পারো দাদা?
কি লিখব আমি?
এদিকে অবসাদগ্রস্থ গোটা পৃথিবী
করোনার সাথে লড়তে লড়তে
হাঁপিয়ে উঠেছে জনতা,
ওদিকে অবসাদগ্রস্থ ধূপকাঠিওয়ালা পিন্টু।
মায়ের অভিশাপে খাদের কিনারায়
এসে দাঁড়িয়েছে পিন্টুর জীবন।
কি লিখব আমি?
ভেবেই চলেছে অবসাদগ্রস্থ মন।

কি লিখব আমি? (১৯)

কি লিখব আমি?
ভাবছি গোটা দিন
ভেবেছি সকাল দুপুর সন্ধ্যে,
কি লিখব আমি?
লিখব ভাবছি আমার ছেলেবেলা
বেড়ে ওঠা
দাদু ঠাকুরমার ভালোবাসা
আদর আবদার নিয়ে দুচার লাইন।
নাকি লিখব লকডাউন-১ নিয়ে?
করোনা প্যানডেমিক-এ লকডাউন শুরু হতেই
দারিদ্রের নগ্ন রূপ ফুটে উঠল খবরের কাগজে,
টিভিতে হাজার হাজার পরিযায়ী শ্রমিক
সন্তান কাঁধে নিয়ে কোলে নিয়ে
হাতে নিয়ে পথ হাঁটছে,
পাঁচশো কিলোমিটার
এক হাজার কিলোমিটার
দু হাজার কিলোমিটার
পথ পাড়ি দিয়ে বাড়ি ফিরবে!
একমাস হাঁটতে হবে ওদের!
রাস্তায় পড়ে মরে যাচ্ছে শয়ে শয়ে,
কুড়ি জন শ্রমিক রেললাইন
ধরে হেঁটেছে চব্বিশ ঘণ্টা
রাতে রেললাইনেই ঘুমিয়ে পড়েছিল সবাই,
শ্রমিক স্পেশ্যল ট্রেনে কাটা পড়ে
মারা গেছে সবাই
ট্রেনের হর্ন কাউকেই জাগাতে পারেনি!

কি লিখব আমি?
লিখব ভাবছি সেই দুধের শিশুটির কথা
বিহারের একটি রেলস্টেশনে গরম ক্ষিদে আর তৃষ্ণায়
মারা গেছে বাচ্চাটির মা,
তিন চার বছরের বাচ্চাটি মায়ের
চাদর ধরে, হাত পা ধরে টানাটানি করছে
ভাইরাল টিভিও দেখে সারা দেশ স্তব্ধ।
কি লিখব আমি?
নাকি লিখব এই দুঃসময়ে ঝাঁপিয়ে পড়া
আমফান ঝড়ের কথা?
সুন্দরবন অঞ্চলের নদীনালা খালবিল
পুকুর মিলেমিশে একাকার
ঘরবাড়ি গাছপালা ল্যাম্পপোস্ট উপড়ে নিয়েছে আমফান,
হাজার হাজার মানুষ চাপা পড়ে আছে
ভেঙে পড়া বাড়ির নিচে!
কি লিখব আমি?
দাদু ঠাকুমা নেই আজ
স্মৃতিতে রয়ে গেছে
তাদের সাথে কাটানো শৈশব
কৈশোরের সুখের মুহূর্তরা,
তাদের আহ্লাদ,
নাকি গোটা ভারতের অলিতে গলিতে
খেতে না পেয়ে মরতে বসা
মা বোনেদের কান্নার রোল,
দাদু দিদাদের হাহাকার!
কি লিখব আমি?
ভাবছি সারাটা দিন।

কি লিখব আমি? (২০)

কি লিখব আমি?
শীতের সকাল সারা গায়ে কাঁপুনি ধরাচ্ছে
ছাদের কোণায় এক পশলা রোদ পড়েছে
হাত বাড়িয়ে ডাকছে আমায় আদর খেতে
তেল মেখেছি সারা শরীরে গায়ে মাথায়
রোদ পড়েছে বুকের ভিতর, ছেঁড়া কাঁথায়
লিখব ভাবছি অনেক কিছুই শীতকাহিনী আমার খাতায়,
নাকি লিখব কালির কথা
আমার কালো বেড়াল কালি।
বছর খানেক আগের কথা
সকাল থেকে একটা বেড়ালছানার চিৎকার,
দুপুর গড়িয়ে বিকেল সন্ধ্যে রাত
বেড়ালের বাচ্চার চিৎকার থামেনি,
আমার মেয়ে দুধের বাটি নিয়ে
খুঁজে এসেছে একবার, পায়নি।
পরের দিন সকালেও একই চিৎকার
দেখি পাশের বাড়ির উঠোনে
ছোট কুচকুচে কালো বেড়ালছানা
রোদে বসে ঠকঠক করে কাঁপছে,
শীর্ণ চেহারা
দুধের শিশু মাকে খুঁজছে কদিন ধরে
হয়ত কেউ ফেলে গেছে
কালো বেড়াল অশুভ তাই!
ঠকঠক করে কাঁপছে বেড়ালটা
কি লিখব আমি?
বেড়ালটা পুচকে অসুস্থ পেটফোলা

কাক ঠোকর দেবার চেষ্টা করছে
ধরতে গেলে লুকিয়ে পড়ছে ভয়ের চোটে
কিন্তু চিৎকার থামছে না।
কোনোরকমে ধরে আমার বাড়িতে নিয়ে আসি
দুধ খাইয়ে একটু শান্ত করার চেষ্টা করি।
এদিকে আমার মা-বাবা চিৎকার করতে শুরু করেছে
কালো বেড়ালকে ঘরে এনেছি, অশুভ।
বলুন তো কোথায় ছেড়ে আসব
এই অসুস্থ বেড়ালছানাকে?
কাক ঠুকরে খাবে ওকে
মা-ও তো নেই ওর!
কি লিখব আমি?
পরের দিন একটা বড় খাঁচা কিনে আনলাম
ওকে রাতে শোয়াবার জন্য,
আমার মা-বাবা বাড়ি ছেড়ে চলে গেলেন
তাদের অন্য বাড়িতে,
বেড়ালছানা খেলা করত সারা ঘরে
মাঝে মাঝে গায়ে বেয়ে বেয়ে উঠত
দৌড়ত শিকার করত পোকামাকড়।
একদিন সারাদিন কিছু খেলো না
চিৎকার করল সারাদিন
ডাক্তারকে ফোন করে ওষুধ আনলাম
বাঁচল না আমার কালি।
মা-বাবা ফেরত এলেন বাড়িতে।
বেড়ালছানা আমার বেডরুমে ছবি হয়ে
তাকিয়ে আছে আমার দিকে আজও
কি লিখব আমি?
এদিকে ছাদের কোণায়
রোদের উষ্ণতায়

আমার তৈলাক্ত শরীরে শীতের আমেজ
উল্টোদিকে স্যাতসেতে খাঁচায়
মরচে ধরেছে
মাকড়সার জালে ভর্তি
ফিরেও তাকায় না কেউ।
জীবন এগিয়ে গেছে নিজের নিয়মে'
কি লিখব আমি ভেবেই চলেছি
কালির স্মরণে।

কি লিখব আমি? (২১)

দুপুরবেলায় টিনের চালে একটি কাক
মাছের আঁশ মুখে নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করছে,
মাছের আঁশ থেকে বহু কষ্টে ঠুকরে
বের করার চেষ্টা করছে মাংস,
আপ্রাণ লড়াই করে চলেছে
টিনের চালের এমাথা ওমাথা,
দুপুরে খাওয়ার শেষে পাঁচিলের ওপর
গা এলিয়ে দিয়েছে বেড়াল দুটো,
আঁকব ভাবছি এই মুহূর্তে ঘটে যাওয়া
এমন অনেক ছোট ছোট প্রাকৃতিক ছবির কোলাজ
নাকি লিখব অন্য কিছু?
পাড়ার মোড়ে আড্ডা মারে
মাঝবয়সি দুই ভাই পাপ্পু আর পপিন।
ষাঁড়ের মতোন চেহারা,
রোজ সন্ধ্যে থেকে মদ খায়
হেঁটে বেড়ায় শিবমন্দিরের সামনে
আর লোকের পেছনে লাগে,
এইতো সেদিন বিহারী পানওয়ালা
বাকিতে সিগারেট দিতে চায়নি
তাই ফেলে পিটিয়ে দিল দুই ভাই মিলে,
বিহারী পানওয়ালা মার খেয়ে
ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে ছিলো,
কেউ এগিয়ে এসে প্রতিবাদ করেনি
এই বৃদ্ধের ওপর অন্যায় অত্যাচারের।
কোন পথে যাচ্ছে ভারতের যুবক সমাজ?
কি লিখব আমি?

লিখব ভাবছি সেই ছেলেটার কথা।
টিভিতে রিয়েলিটি শো-এ
ফার্স্ট রাউন্ডে চান্স পেয়েছে
সিকিউরিটি গার্ডের ড্রেসে গান গাইতে এসেছে,
জিজ্ঞেস করায় বললো
"লকডাউনে গার্ডের চাকরিটা চলে গেছে,
বাড়িতে তার প্রেসেন্টেবেল ড্রেস নেই
তাই এই ড্রেসেই চলে এসেছি"
বলেই চলেছে...
"স্যার, এমন দিন গেছে
পকেটে বিস্কুট কিনে খাবার পয়সা নেই,
বাইশ টন লোহার রড একদিনে
একতলা থেকে চারতলা তুলে দিতাম
তিনশ টাকা রোজগার হতো।
এখনও কোমরে বুকে পিঠে ব্যথা করে"
কি লিখব আমি?
পাপন মারা গেল গতকাল।
সাঁইত্রিশ বছর বয়স
মিলন সমিতি ক্লাবের সামনে
আড্ডা মারতো সকাল বিকেল
আট দশটা ছেলে
কারো মাস্ক নেই,
সিগারেট চা খেত আর সারাদিন আড্ডা।
ঐ রাস্তা দিয়ে আমি বাজারে যেতাম,
একদিন বলেছিলাম
"এই পাপন তোমরা মাস্ক পরো না কেন?"
"কিছু হবে না সুশান্তদা, আমরা পাড়াতেই থাকি।"
করোনা আক্রান্ত হয়ে ভর্তি ছিল হসপিটালে
দশদিন পর কোভিড নেগেটিভ হয়ে গেছিল

কিন্তু কিডনি ফেল করল।
দুদিন আগেও ওর মাকে ফোন করে বলল
"কোভিড নেগেটিভ হয়েছে,
"আমাকে দুদিনের জন্য নিয়ে যাও না মা
ছেলেটাকে দেখতে ইচ্ছে করছে মা,
আবার না হয় এসে ভর্তি হব?"
না পাপনের আর দেখা হয় নি
তার দশ বছরের ছেলের সাথে।
হারিয়ে গেল পাপন শুধু মাস্ক পরেনি বলে।
কি লিখব আমি?
এদিকে প্রকৃতি ছবি আঁকছে
সূক্ষ্ম তুলির টানে,
প্রতিটি মুহূর্তের জীবনের
কোলাহল আকাশের প্রেক্ষাপটে
রঙিন আঁচড় কেটে যাচ্ছে,
আমিও ভাবছি এই ছবিগুলোকে
একত্রিত করে কোলাজ তৈরির খেলায়
মেতে থাকব এই বেলা,
নাকি মধ্যবিত্ত মানসিকতায় বেড়ে ওঠা
বেকার যুবক যুবতীদের উচ্ছৃঙ্খলতা
মাস্কহীন জীবনযাপন
অশালীন ব্যবহার অসভ্যতা
দৌরাত্মের সীমাহীন যন্ত্রণা
নিয়ে লিখব এখন?
কি লিখব আমি
ভাবছে অলসমন।

সমস্যার সমাধান
পরের কবিতাগুলোতে

উল্টো কর (১)

সোজা কাজ করে ঋণ বেড়েছে
ঋণী মানুষ ঋণী সরকার ঋণী দেশ
কোনোটাই স্বাস্থ্যকর নয়।
উল্টো কর, উল্টো ভাবো
মাসের শেষে মাইনে নয়
দিনের শেষে মাইনে দাও।
শনি রবি ছুটি
বেতনেও ছুটি।
দুদিনের বেতন বাঁচবে
দেশ বাঁচবে।
সরকার উল্টে যাবে?
বিরোধীরা সুযোগ পাবে?
কেউ তো সাহসী হবেন?
দেশের থেকে কেউ বড় নয়।
ধার করে ভিখিরি বানিয়ে
দেশ বাঁচানো যায়?
উল্টো কর, উল্টো ভাবো।

উল্টো কর (২)

যা ভাবছো উল্টো ভাবো
যা করছো উল্টো করো।
একটা গাড়িতে চার জনের সিট,
একজন চড়লে হাজার টাকা স্পট ফাইন
দুজন চড়লে পাঁচশো টাকা স্পট ফাইন
তিনজন চড়লে আড়াইশো টাকা স্পট ফাইন
চারজন গাড়ি চড়লে
গাড়ি শেয়ারিং বাড়লে
রাস্তায় গাড়ি কমবে
জ্যামও কমবে,
পলিউশান কমবে
পেট্রোল বাঁচবে,
বাঁচবে দেশ।
যা করছো উল্টো কর
দেশের থেকে কেউ বড় নয়।
ধার করে ভিখিরি বানিয়ে
দেশ বাঁচানো যায়?

উল্টো কর (৩)

যা করছো উল্টো কর
যা ভাবছো উল্টো ভাবো।
রাস্তায় কাগজ ফেলা অভ্যাস
রাস্তায় থুথু ফেলা অভ্যাস
রাস্তার কোনায় দাঁড়িয়ে
প্রস্রাব করা অভ্যাস
এ কোন জাতি ভারতবাসী?
রাস্তায় ময়লা ফেললে কাগজ ফেললে
কোনো কিছু হাত থেকে ফেললেই
একশ টাকা স্পট ফাইন।
রাস্তার কোনায় দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করলেই
হাজার টাকা ফাইন।
অনাদায়ে জেল ও দ্বিগুণ জরিমানা।
নোংরা দেশ নোংরা চেহারা নিয়ে
এগনো যায়?

দেশ সেবা

পাড়ার মোড়ে আড্ডা মারো
বুড়ো দামড়া
তোমরা শিক্ষিত?
টাইম পাস করো?
দেশের কাজ করবে কবে?
বছরে একদিন দেশের কাজ বাধ্যতামূলক।
আটঘণ্টা ফ্রি সার্ভিস।
সরকার ঠিক করবে
তুমি কি কাজ করবে।
রাস্তা পরিষ্কার, জঞ্জাল সাফাই, বৃক্ষরোপণ
ব্লিচিং ছড়ানো, ট্রাফিক পরিষেবা, শিক্ষাদান
কমপিউটার ক্লাস, নার্সিং পরিষেবা, চাষের কাজ
কত কাজ।
না করলে ফাইন দাও
পাঁচ হাজার টাকা প্রতি বছর।

গাছ ট্যাক্স

বাড়ির বাইরে একটি গাছ লাগাও
দেশ বাঁচাও।
প্রতি প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিক
একটি গাছ লাগাও
দেশ বাঁচাও।
যদি না কর হাজার টাকা
প্রতি বছর ফাইন দাও।
বাড়ি প্রতি ফাইন আলাদা
প্রতি বছর পাঁচ হাজার টাকা।
গাছ লাগাও
দেশ বাঁচাও
না লাগাও তো ফাইন দাও
দেশ বাঁচাও।

উল্টো কর (৪)

যা ভাবছো উল্টো ভাবো
যা করছো উল্টো করো
এমন পাঠ্যপুস্তক বানাও যা
চাকরিমুখি নয় উদ্যোগমুখি
মা বাবার চিন্তার বিকাশ চাই
তাই
মা বাবার জন্য কোর্স মাস্ট
চাকরি নয় উদ্যোগপতি তৈরি কর।
সিলেবাসে বদল কর
স্বনির্ভরতাই দেশকে আগে নেবে
প্রতি বাড়িতে এনটারপ্রিউনার মাস্ট
নয়ত ডিপোজিট মাস্থলি হাজার টাকা
ফাইন ফাস্ট।

উল্টো কর (৫)

সমাজ পুরুষশাসিত!
জন্ম দিয়েছে কে?
তোমায় দশ মাস শরীরে
বয়ে বেড়িয়েছে কে?
পেটের ভেতর লাথি মেরেছো তুমি
সে উত্তরে হেসেছে
তোমাকে হাত বুলিয়েছে
মনের গভীরে ডুব দিয়ে
তোমার সাথে কথা বলেছে
"আমি আছি বাবা, কষ্ট হচ্ছে তোর?"
তুমি পুরুষ সেই মায়েদের পিছিয়ে রেখেছো?
নারীর আনন্দ উচ্ছ্বাস উল্লাস
নারীর শিক্ষা নারীর বিকাশ
নারীর বিচার নারীর বিবেচনা
তাতেই
সন্তানের উত্থান, একটি জাতির উত্থান
উল্টো মানেই জাতির পতন।
দেশকে ডেভেলপড কান্ট্রি দেখতে চাও?
তবে নারীর বিকাশ প্রথম
পুরুষের বিকাশ সেকেন্ড প্রায়োরিটি।

Adopt Please

একটা বেড়ালকে
একটা কুকুরকে
একটা কাক, পায়রা, চড়ুই,
শালিক, পিঁপড়ে, মাকড়সা
আপনার যাকে পছন্দ
এ পৃথিবীতে যে কোন একটি প্রাণীকে
একটু খেতে দেবেন প্লিজ
দিনে দুবেলা।
ওরা বাঁচলে পৃথিবীর ভারসাম্য বাঁচে
ওরা তো শুধু ক্ষিধের জন্যই বাঁচে!
ওদের জীবনের একমাত্র
এনটারটেনমেন্ট ক্ষিধে!
আপনি একটু এনটারটেইন করুন না প্লিজ
এ পৃথিবী আপনাকে
এতদিন এতভাবে এনটারটেইন করল
ফেরত দেবেন কবে?

জন্ম নেতাজীনগর কলোনীতে ১৯৬৯ সালে। পেশায় কমপিউটার ইঞ্জিনিয়ার। চাকরীর সূত্রে দীর্ঘদিন বিদেশে ছিলেন। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীনস্ত একটি বি.টেক কলেজে, একটি পলিটেকনিক কলেজে ও একটি আই.টি.আই কলেজের ডিরেক্টর এবং অন্যতম কর্ণধার। কবির প্রকাশিত মোট কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা ৭

সুশান্ত দাস

কি লিখব আমি ?

কি লিখব আমি ?
সুশান্ত দাস